য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র

- ১৯৩৬ সালের ২৯ অগাস্ট *পাশ্চাত্যভ্রমণ* গ্রন্থের প্রবেশক রচনাটিতে চারুচন্দ্র দত্তকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— "আমার বয়স ছিল সতেরো। পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়ে গুরুজনের উদবেগভাজন হয়েছি। মেজদাদা তখন আমেদাবাদে জজিয়তি করছেন। ভদ্রঘরের ছেলের মানরক্ষার উপযুক্ত ইংরেজি যে করে হোক জানা চাই; সেজন্য আমার বিলেত-নির্বাসন ধার্য হয়েছে।"
- ১৮৭৮ সালের ১৯ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা আই.সি.এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমেদাবাদের অস্থায়ী ডিস্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেসনস জজ নিযুক্ত হন। তাঁর অস্থায়ী বাসস্থান ছিল শাহিবাগের একটি বাদশাহি আমলের প্রাসাদ। ১৮৭৬ সালের ১৫ মে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে আমেদাবাদ যাত্রা করেন।
- অগাস্ট মাসে (১৮৭৮) রবীন্দ্রনাথকে সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাইয়ের ড. আত্মারাম পাণ্ডুরঙের পরিবারে প্রেরণ করেন। পাণ্ডুরঙ পরিবারের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর সখ্য ছিল। আত্মারাম পাণ্ডুরঙের তিনকন্যাই— আনা, দুর্গা ও মানিক, বিলেতে পড়াশুনো শিখেছিলেন।
- সরাসরি বিদেশে না গিয়ে আমেদাবাদ ও পরে বোম্বাই-এ রবীন্দ্রনাথকে রাখার উদ্দেশ্য ছিল বিলেত-ভ্রমণের আগে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজিভাষার জ্ঞান ও বিশেষ করে ইংরেজিতে কথা বলার ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে নেওয়া।
- ১৮৭৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ Furlough নিয়ে ইংলণ্ড যান। তাঁর এই ছুটির মেয়াদ ছিল ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮ থেকে ১০ মে ১৮৮০ পর্যন্ত। এই ছুটির মেয়াদ শেষ হবার আগেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। দেড় বছরের কিছু বেশি সময় তিনি বিলেতে কাটিয়েছিলেন। এটিই তাঁর প্রথম বিলেতযাত্রা। রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম বিলাতপ্রবাসের উদ্দেশ্য (ICS পরীক্ষায় পাশ করা বা ব্যারিস্টার হওয়া) বিফল হয়েছিল।
- রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই দেড় বছরের ইতিহাস পাওয়া যাবে, *য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, জীবনস্মৃতি* ও *ছেলেবেলা* গ্রন্থ।
- রবীন্দ্রনাথের বিলেত-প্রবাস পঞ্জি:

১৮৭৮

২০ সেপ্টেম্বর S. S. Poona যোগে বোম্বাই বন্দর থেকে বিকেল ৫ টার সময় যাত্রা শুরু।

২৮ সেপ্টেম্বর জাহাজ এডেন বন্দরে পৌঁছাল।

৩ অক্টোবর সুয়েজে পৌঁছালেন। সুয়েজ থেকে তাঁরা রেলপথে ভূমধ্যসাগরের বন্দর আলেকজান্দ্রিয়ার অভিমুখে যাত্রা করলেন।

৪ অক্টোবর সারারাত ধরে ট্রেনভ্রমণের পর তাঁরা সকালবেলা আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছালেন। এখানে তাঁদের জন্য মঙ্গোলিয়া স্টিমার অপেক্ষা করছিল। মঙ্গোলিয়ায় উঠে স্নান করে একবার আলেকজান্দ্রিয়া শহর দেখে এলেন।

৮ অক্টোবর মঙ্গোলিয়া স্টিমার যোগে ইটালির ব্রিন্দিশি বন্দরে পৌঁছলেন, রাত্রি ১টা-২টোয়। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ ইওরোপের মাটিতে পদার্পণ করলেন। ইটালি শহর দেখতে গেলেন সকালে। দুপুর ৩ টে নাগাদ প্যারিসের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

৯ অক্টোবর ট্রেন পথে আল্পস পর্বতমালার বিখ্যাত Mont Cenis টানেল অতিক্রম করে ইটালি থেকে প্যারিসের পথের অপরূপ শোভা দেখতে দেখতে প্যারিসে এসে পৌঁছলেন।

১০ অক্টোবর প্যারিস থেকে লণ্ডনে এলেন। দু-এক ঘন্টা লণ্ডনে থেকে এখান থেকেই তিনি ট্রেনে চলে আসেন ব্রাইটনে। সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তখন তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ (বয়স ৬) ও কন্যা ইন্দিরাকে (বয়স ৫) নিয়ে ইংলণ্ডের দক্ষিণে সাসেক্স কাউন্টির অন্তর্ভুক্ত সমুদ্রতীরবর্তী শহর ব্রাইটনে 'Medina Villas' নামক গৃহসমূহের একটিতে বাস করছিলেন।

অক্টোবর – ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ *জীবনস্মৃতি*-তে লিখেছেন— এখানে তাঁকে ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রশান্তকুমার পাল উল্লেখ করেছেন যে, পাবলিক স্কুলে নয়— রবীন্দ্রনাথকে একটি পাবলিক স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল এবং সম্ভবত Brighton Proprietary School for Boys নামক একটি স্কুলে তিনি পড়েছিলেন, যে স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন P. Capon। প্রশান্তকুমার পাল অনুমান করেছেন যে, এখানেই তাঁর বিলিতি গানে ও নাচে দীক্ষালাভ হয়েছিল।

১৮৭৯

জানুয়ারি - জুন ব্রাইটন ত্যাগ করে জানুয়ারি মাসের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে আসেন। সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু বিখ্যাত ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত তাঁর পুত্রদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করবার জন্য তখন ইংলণ্ডে ছিলেন। তারকনাথের পরামর্শেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে ইংলণ্ডে নিয়ে এসে লণ্ডনে রিজেন্ট উদ্যানের সামনে একটি বাসায় একলা ছেড়ে দিলেন। এখানে থাকার সময় একজন দরিদ্র শিক্ষক রবীন্দ্রনাথকে ল্যাটিন শেখাতে আসতেন।

এর কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথকে তারকনাথ পালিত নিয়ে এলেন মিঃ বার্কার নামক ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষার পণ্ডিত এক শিক্ষকের পরিবারে। এককালীন পাদ্রী আধবুড়ো মিঃ বার্কারের স্ত্রী মিসেস বার্কার রবীন্দ্রনাথকে স্নেহ করতেন। এইসময় রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সমাজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন। বার্কারের পরিবারে রবীন্দ্রনাথ কতদিন ছিলেন তা বলা সম্ভব নয়। এইসময় রবীন্দ্রনাথ বিলিতি সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন, দু'দিন (২৩ মে ও ১২ জুন) ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বক্তৃতা শুনতে যান। দ্বিতীয় দিন তিনি বিখ্যাত বাগ্মী গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা শোনেন।

বসন্তকালের শুরু থেকে গরমকালের কিছুদিন পর্যন্ত উৎসবপূর্ণ লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথ যাপন করেন। কয়েকটি উৎসব, পারিবারিক অনুষ্ঠান, আমোদ-প্রমোদ-এ তিনি গিয়েছিলেন বলে মেনে হয়। নিশ্চিতভাবে সময়নির্দেশ করা যায় না তবে মার্চ মাসে বা হয়তো এপ্রিল-মে মাসে সত্যেন্দ্রনাথ-জ্ঞানদানন্দিনী প্রমুখের সঙ্গে কিছুদিন তিনি লণ্ডন ত্যাগ করে Kent Country-র অন্তর্ভুক্ত Tunbridge Wells নামক একটি পল্লীর মতো জায়গায় কিছুদিন কাটিয়ে আসেন। কয়লার ধোঁয়ায় ভারগ্রস্ত লণ্ডনের দূষিত পরিবেশ ত্যাগ করে কিছুদিনের এই নির্মল পল্লীজীবন রবীন্দ্রনাথকে স্বস্তি দিয়েছিল। এরপর পুনরায় তিনি লণ্ডনে ফিরে আসেন।

এরপরই পুনশ্চ রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদানন্দিনীর আহ্বানে ডোভেনশায়ারের টর্কি শহরে যান। সেখানে পাহাড়ে, সমুদ্রে, ফুলবিছানো প্রান্তরে, পাইনবনের ছায়ায় দুটি লীলাচঞ্চল শিশুর (সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা) সঙ্গে সানন্দে-সুখে কিছুদিন অতিবাহিত করবার পর পুনশ্চ জুন মাসে

তাঁকে লণ্ডনে ফিরে আসতে হয়। প্রশান্তকুমার পাল অনুমান করেছেন, ইউনিভার্সিটির ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা দেবার তাগিতে তাঁকে লণ্ডনে ফিরে আসতে হয়েছিল।

জুলাই – নভেম্বর লন্ডনে ফিরে আসার পর ডাক্তার স্কট নামে একজন ভদ্র গৃহস্থের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় পেলেন। পক্ককেশ বৃদ্ধ ডাক্তার স্কট ও তাঁর স্ত্রী (*য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে* এঁদের নামোল্লেখ করেছেন Mr. K ও Mrs. K বলে) তাঁদের চার মেয়ে, দুই ছেলে, তিনজন দাসী ও টবি নামে একটি কুকুর ছিল গৃহের মোট জনসংখ্যা।

নভেম্বর - ডিসেম্বর ডাক্তার স্কটের বাড়িতে কয়েক মাস কাটাবার পর তারকনাথ পালিতের আগ্রহে ১৩ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ ভর্তি হন University College of London-এর Faculty of Arts and Law বিভাগে। এইসময় তারকনাথ পালিতের পুত্র লোকেন্দ্রনাথ পালিত-এর সঙ্গে (রবীন্দ্রনাথের থেকে প্রায় ৫ বছরের ছোটো) রবীন্দ্রনাথের সখ্যতা হয়। তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে রবীন্দ্রনাথের সহাধ্যায়ী ছিলেন। এখানে সাহিত্যের শিক্ষক হেনরি মর্লির কাছে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি সাহিত্য পড়তেন। মর্লি সম্বন্ধে তাঁর মনে একটি আজীবন শ্রদ্ধার ভাব ছিল।

১৮৮০

জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের শেষে অথবা ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসুর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের জন্য খোলা কোচিং ক্লাসে যোগদান করেন। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ প্যারিসে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ দেন। এরপর ১৯ ফেব্রুয়ারির পর রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে সপরিবারে সত্যেন্দ্রনাথ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। Oxus নামক জাহাজযোগে তিনি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কলকাতায় পৌঁছান মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে।

দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশেই রবীন্দ্রনাথকে দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল; অনেকেই এমন অনুমান করেছেন। কিন্তু কেন মাত্র দেড় বছরের মধ্যেই পাঠ অসমাপ্ত রেখে তাঁকে দেবেন্দ্রনাথ দেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছিলেন সে বিষয়ে মতভেদ আছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে ভারতীতে প্রকাশিত পত্রগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যে প্রগলভতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে দেবেন্দ্রনাথ অসন্তুষ্ট হন। আর প্রশান্তকুমার পাল এই কারণটি যথার্থ বলে মেনে নেন নি। তাঁর মতে অভিভাবকহীন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে থাকুন এমনটা দেবেন্দ্রনাথ চান নি এও ঠিক নয়; কেননা তখন সুপ্রসিদ্ধ ব্যরিস্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর তো ইংলণ্ডে ছিলেনই, সেসময় ব্যরিস্টারি ও ডাক্তারি পড়বার জন্য ইংলণ্ডে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই জামাতা জানকীনাথ ঘোষাল (স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী) ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী)। প্রশান্তকুমার পালের অনুমান, স্কট কন্যাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার কাহিনি কোনো সূত্রে পল্লবিত হয়ে দেবেন্দ্রনাথের কানে পৌঁছেছিল। সে কারণেই এরকম অকালপ্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন দেবেন্দ্রনাথ। প্রশান্তকুমারের এ অনুমানের উৎস: সীতাদেবীর *পুণ্যস্মৃতি* গ্রন্থে এরকম একটি উল্লেখ।

❖ 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' শিরোনামে; বৈশাখ, ১২৮৬ থেকে শ্রাবণ ১২৮৭ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে *ভারতী* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রগুলি প্রকাশিত হয়েছিল (১২৮৬ সালের মাঘ ও চৈত্র সংখ্যা বাদে।)। পুণা স্টিমার যোগে য়ুরোপ যাত্রা থেকে শুরু করে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবাসজীবনের অভিজ্ঞতা এই পত্রগুলিতে

লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দু'মাস অর্থাৎ তাঁর বিলাতপ্রবাসের এই শেষ দু'মাস ও প্রত্যাবর্তনের সময়ের যাত্রার অভিজ্ঞতা আমরা রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে পাই না।

- *ভারতী*-তে প্রকাশিত এই চিঠিগুলি ১২৮৮ বঙ্গাব্দে (২৫ অক্টোবর, ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে) *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র* নামে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়।
- *ভারতী*-তে যখন 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' মুদ্রিত হয়েছিল তখন ভারতী-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রগুলির কোনো-কোনোটিতে প্রকাশিত মন্তব্যের বিশেষ সমালোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী পত্রে তার উত্তর দেন। ষষ্ঠ পত্র থেকে এই সম্পাদকীয় টিপ্পনী দেখতে পাই। সপ্তম পত্রে রবীন্দ্রনাথ তার উত্তর দেন। এভাবে বাদ-প্রতিবাদ চলতে থাকে। সম্পাদকীয় টিপ্পনী সহ ১৮৮১ সালের গ্রন্থ-সংস্করণটি প্রকাশিত হয়।
- *ভারতী* পত্রিকায় ও গ্রন্থে পত্রগুলি একই পারম্পর্যে প্রকাশিত হয় নি। গ্রন্থের অন্তর্গত কোন পত্র *ভারতী*-র কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তার তালিকা নিম্নরূপ:

প্রথম পত্র: বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৬

দ্বিতীয় পত্র: আষাঢ়, ১২৮৬

তৃতীয় পত্র: শ্রাবণ, ১২৮৬
৪-র্থ পত্রের প্রথম অনুচ্ছেদ এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

চতুর্থ পত্র: ভাদ্র, ১২৮৬
পঞ্চম পত্রের সূচনা থেকে 'একটা সমগ্র চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছি।' পর্যন্ত এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

পঞ্চম পত্র: আশ্বিন, ১২৮৬। অবশিষ্ট অংশ।

ষষ্ঠ পত্র: অগ্রহায়ণ, ১২৮৬

সপ্তম পত্র: ফাল্গুন, ১২৮৬

অষ্টম পত্র: কার্তিক, ১২৮৬

নবম পত্র: পৌষ, ১২৮৬

দশম পত্র: বৈশাখ, ১২৮৭

একাদশ পত্র: জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৭

দ্বাদশ পত্র: আষাঢ়, ১২৮৭

ত্রয়োদশ পত্র: শ্রাবণ, ১২৮৭

- গ্রন্থপ্রকাশকালে গ্রন্থে একটি উপহার ও ভূমিকা মুদ্রিত হয়েছিল। উপহারটি ছিল নিম্নরূপ:

ভাই জ্যোতিদাদা,

ইংলনডে যাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত, তাঁহারই হস্তে এই পুস্তকটি সমর্পণ করিলাম।

স্নেহভাজন রবি

- প্রথম প্রকাশের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল— কারণ, কয়েকটি ছাড়া বাকি পত্রগুলি ভারতীর উদ্দেশে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানতার সহিত মত প্রকাশ করা যায় নাই; বিদেশীয় সমাজে প্রথম দেখিয়াই যাহা মনে হইয়াছে তাহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে।..."
- ১৩১১ বঙ্গাব্দে (১৯০৪) 'হিতবাদীর উপহার' রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী-ভুক্ত হয়ে পুনর্মুদ্রিত হয় *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র*। পরে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে (১৯৩৬) *পাশ্চাত্য-ভ্রমণ* গ্রন্থে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সংস্করণে ভারতী সম্পাদকের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছিল। *পাশ্চাত্য-ভ্রমণ* গ্রন্থের প্রবেশক রচনাটিতে চারুচন্দ্র দত্তকে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন তাতে এই পত্রগুলি সম্পর্কে তাঁর পরবর্তীকালের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

পাশ্চাত্যভ্রমণ গ্রন্থের প্রবেশক

- "বালক বয়সে আত্মপ্রকাশটা থাকে চাপা। জীবনে তখন উপরওয়ালাদেরই আধিপত্য; চলৎশক্তির স্বাতন্ত্র্যটা দখল করে আদেশ উপদেশ অনুশাসন। স্বভাবত মেনে চলবার মন আমার নয়; কিন্তু আমি ছিলুম ভোলা মনের মানুষ, আপন খেয়াল নিয়ে থাকতুম, আমাকে দেখতে হত নেহাত ভালোমানুষের মতো। ভাবীকালে বিস্তর কথাই কইতে হয়েছে, তার অঙ্কুরোদগম ছিল নিঃশব্দে।"

- "ক্ষেতে প্রথম দেখা দিল কাঁটাগাছ, চাষ-না-করা জমিতে। বিশ্বকে খোঁচা মেরে আপন অস্তিত্ব প্রমাণ করবার সেই ঔদ্ধত্য। হরিণ-বালকের শিঙ উঠলে তার যে চাল হয় সেই উগ্রচাল প্রথম কৌশোরের। বালক আপন বাল্যসীমা পেরোবার সময় সীমা লঙ্ঘন করতে চায় লাফ দিয়ে।... চিঠি যেগুলো লিখেছিলুম তাতে খাঁটি সত্য বলার চেয়ে স্পর্ধা প্রকাশ পেয়েছে প্রবল বেগে।"
- "বাঙালির ছেলে প্রথম বিলেত গেলে তার ভালো লাগবার অনেক কারণ ঘটে। সেটা স্বাভাবিক, সেটা ভালোই। কিন্তু কোমর বেঁধে বাহাদুরি করবার প্রবৃত্তিতে পেয়ে বসলে উল্টো মূর্তি ধরতে হয়। বলতে হয়, 'আমি অন্য পাঁচজনের মতো নই, আমার ভালো লাগবার যোগ্য কোথাও কিছু নেই।' সেটা যে চিত্ত দৈন্যের লজ্জাকর লক্ষণ এবং অর্বাচীন মূঢ়তার শোচনীয় প্রমাণ, সেটা বোঝবার বয়স তখনো হয় নি।"
- "সাহিত্যে সাবালক হওয়ার পর থেকেই ঐ বইটার 'পরে আমার ধিক্কার জন্মেছিল।"
- "এই বইটাকে সাহিত্যের পংক্তিতে আমি বসাতে চাই, ইতিহাসের পংক্তিতে নয়। পাঠ্য জিনিষেরই মূল্য সাহিত্যে, অপাঠ্য জিনিষেরও মূল্য ইতিহাসে।"
- "এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারি নে কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম।... আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি-ভাষার সহজ-প্রকাশ-পটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।"
- "তার পরে লেখার জঙ্গলগুলো সাফ করবামাত্র দেখা গেল— এর মধ্যে শ্রদ্ধা বস্তুটাই ছিল গোপনে, অশ্রদ্ধাটা উঠেছিল বাইরে আগাছার মতো নিবিড় হয়ে। আসল জিনিষটাকে তারা আচ্ছন্ন করেছিল, নষ্ট করে নি।"
- "ইংরেজের চেহারা সেদিন আমার চোখে যেমনটা ধরা পড়েছিল সেটা যে নেহাত আমার বাল্যবুদ্ধি ও অনভিজ্ঞতার সৃষ্টি সে কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না।"
- "ইংলনডে আজও বর্ণসাম্য যতই থাক, শ্রেণীভেদ যথেষ্ট।"
- "আমি সেদিনকার সাধারণ গৃহস্থ ঘরের এবং একটি বিলাসিনী-ঘরের পরিচয় কাছে থেকেই পেয়েছি।"
- "সেকালের ইঙ্গবঙ্গদের অনেককে আমি প্রত্যক্ষ জানতুম। তাঁদের অনেকখানি পরিচয় পেয়েছি তাঁদেরই মুখ থেকে। যদি এর মধ্যে কোনো অত্যুক্তি থাকে সে তাঁদেরই স্বকৃত।"

প্রথম পত্র

- **তোমার চোখের জল থাকবে না...** : এই চিঠিগুলি রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধার্মিনী, রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বৌঠান কাদম্বরী দেবীকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "আমাদের মনে হয় পত্রগুলি বৌঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশ্যেই রচিত এবং তাঁহারই নিকট প্রেরিত হইত।" (*রবীন্দ্রজীবনী*, প্রথম খণ্ড)
- **২০শে থেকে ২৬শে পর্যন্ত...**: ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮।
- **Phosphorescence:**
- **এডেনের কাছাকাছি পৌঁছলেম:** Eden মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ ইয়েমেনের একটি সমুদ্রবন্দর ও অস্থায়ী রাজধানী। আলোচ্য সময়ে এটি ব্রিটিশ উপনিবেশের অংশ ছিল।
- **একটি আস্ত জনবুল ছিলেন। :** John Bull শব্দের অর্থ (১) A Personification of England or the English People (২) A Typical Englishman। জন + bull। অর্থাৎ জনবৃষ। এ শব্দ রবীন্দ্রনাথ পরেও প্রয়োগ করেছেন। "আমি একে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানগুলোকে দেখতে পারি নে, তার উপরে আবার কাল ডিনার-টেবিলে তাদের রূঢ় স্বভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। এখানকার কলেজের প্রিন্সিপাল একটা উৎকট ইংরেজ— প্রকাণ্ড নাক, ধূর্ত চোখ, দেড় হাত চিবুক, গোপ দাড়ি কামানো, মোটা গলা, র-অক্ষরবিহীন জ্যাবড়ানো উচ্চারণ— সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটি পূর্ণপরিণত জনবৃষ।" (১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩ তারিখে ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠি, *ছিন্নপত্রাবলী*) John Bull শব্দের অর্থ 'A typical Englishman'।
- **Proverbs and Their Lessons:** Richard Chenevix Trench (১৮০৭ - ১৮৮৬) লেখা এই গ্রন্থটি ১৮৬১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ট্রেঞ্চ ছিলেন আইরিশ; তিনি একজন অ্যংলিকান আর্চবিশপ ও কবি-ও ছিলেন।

- **সুয়েজ :** Suez ইজিপ্টের একটি বন্দর-শহর।
- **আলেকজান্দ্রিয়া:** আলেকজান্দ্রিয়া হল মিশরের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং এই শহরেই মিশরের বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর অবস্থিত। গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার এই নগরীটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সম্ভবত ৩৩৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে।
- **'নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে':** এটি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের পঙক্তি। রবীন্দ্রনাথ এটি ব্যবহার করেছেন প্রবাদ হিসেবে।
- **সুয়েজে এক-প্রকার জঘন্য চোকের ব্যামোর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব :** এই চোখের অসুখটি সম্ভবত সংক্রামক Ophthalmia। এতে চোখ ফুলে লাল হয়ে যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইজিপ্টে এই রোগটির প্রাদুর্ভাব ছিল।
- **সার উইলিয়ম জোন্সের...:** Sir William Jones (১৭৪৬ – ১৭৯৪) একজন ইংরেজ ভাষাতাত্ত্বিক, বহুভাষাবিদ, আইনজ্ঞ ও কবি। তিনি ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। আরবি, ফারসি, ল্যাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি বেশ কিছু ভাষায় তাঁর অধিকার ছিল।
- **ব্রিন্দিসি:** ইটালির একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর।
- **Mont Cenis Tunnel:** ১৮৭১ সালে এই টানেলটি খোঁড়ার কাজ সম্পূর্ণ হয় ও যাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই টানেলের আরেকটি নাম Fréjus Rail Tunnel। প্রায় ৮.৫ মিটার লম্বা এই টানেলটি খোঁড়ার কাজ ফরাসী ও ইতালীয় শ্রমিকরা মিলে করেছিল।
- **ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ। :** কালিদাসের রঘুবংশের প্রথম সর্গের ১৩ নম্বর শ্লোক। অর্থ: '(তাহার দেহ) শাল তরুর ন্যায় বিশাল, স্কন্ধ বৃষের স্কন্ধের ন্যায়, বাহুযুগল আজানুলম্বিত।'
- **আমি দুই-এক ঘন্টা মাত্র লণ্ডনে ছিলেম,...:** ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর, বোম্বে থেকে লণ্ডন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিলাতযাত্রার ভ্রমণবর্ণনাটুকুই এই পত্রের বর্ণনীয় বিষয়।

দ্বিতীয় পত্র

- **টেনিসনের বীণাধ্বনি:** Alfred Tennyson (১৮০৯ -১৮৯২) একজন ব্রিটিশ কবি। ভিক্টোরীয় যুগের এই জনপ্রিয় কবি ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে William Wordsworth-এর মৃত্যুর পর Poet Laurate (রাজকবি) নির্বাচিত হন। তাঁকে ভিক্টোরিয়ান যুগের সর্বপ্রধান কবি মনে করা হয়। বারো সন্তানের চতুর্থতম টেনিসনের জন্ম হয় ইংলন্ডের লিঙ্কনশায়ারের সমার্সবে-তে। ১২ বছর বয়সে তিনি একটি ৬০০০ পঙক্তির মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর পারিবারিক জীবন ও প্রথম যৌবন দারিদ্র ও হতাশায় কাটে। ১৮৩০ ও ১৮৩২ সালে *Chiefly Lyrical* এবং *Poems* নামে তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তবে টেনিসনের খ্যাতির সূচনা ১৮৪২ সালে প্রকাশিত তাঁর কাব্যগ্রন্থ *Poems*-এর দুটি খণ্ড থেকে। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর আর একটি কাব্যগ্রন্থ *Idylls of the Kings*। ১৮৯২ সালে মৃত্যুর পর লণ্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবেতে টেনিসনকে সমাধিস্থ করা হয়।

  টেনিসন রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কবিদের একজন ছিলেন। ১৮৭৮ সালে প্রথম বিলেতপ্রবাসের অব্যবহিত পূর্বে আমেদাবাদের শাহিবাগে কাটানো তাঁর নিরালা দিনগুলির স্মৃতিচারণসূত্রে *জীবনস্মৃতি*-তে তিনি লিখেছেন: "একটি বড়ো ঘরের দেওয়ালের খোপে খোপে মেজদাদার বইগুলি সাজানো ছিল। তাহার মধ্যে, বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা, অনেক ছবিওয়ালা একখানি টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ ছিল। সেই গ্রন্থটিও তখন আমার পক্ষে রাজপ্রাসাদেরই মতো নীরব ছিল। আমি কেবল তাহার ছবিগুলির মধ্যে বার বার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। বাক্যগুলি যে একেবারেই বুঝিতাম না তাহা নহে, কিন্তু তাহা বাক্যের অপেক্ষা আমার পক্ষে অনেকটা কূজনের মতোই ছিল।" (দ্র. আমেদাবাদ, জীবনস্মৃতি)

  উজ্জ্বলকুমার মজুমদার তাঁর *কবির অধ্যয়ন* শীর্ষক গ্রন্থে জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের *কবি কাহিনী*-র সঙ্গে টেনিসনের *In Memoriam*এর দেশাত্মবোধ ও বিশ্বপ্রেমচেতনার সাদৃশ্য আছে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল টেনিসনের দীর্ঘ কবিতা *De Profundis* নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি অনতিদীর্ঘ আলোচনা।

- **গ্ল্যাডস্টোনের বাগ্মীতা:** William Ewart Gladstone (১৮০৯ - ১৮৯৮) ছিলেন Liberal Party-র সদস্য। তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে চারবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হন। বাগ্মীতার জন্য তিনি খ্যাত ছিলেন। *য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র*-এর চতুর্থ পত্রটিতে এই গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতার একটি বিবরণ রবীন্দ্রনাথ লিপিবদ্ধ করেছেন।
- **ম্যাক্সমূলারের বেদব্যখ্যা:** Friedrich Max Muller (১৮২৭ - ১৯০০) একজন জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ, প্রাচ্যতত্ত্ববিদ, ধর্মতত্ত্ববিশারদ। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর সুগভীর জ্ঞান ছিল। সংস্কৃতভাষায় রচিত ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের অনেককিছুই তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন, তাঁর মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থের টীকা ও ভাষ্যও তিনি রচনা করেন। বস্তুত সংস্কৃত জ্ঞানভান্ডারকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন ম্যাক্সমূলারই। *Rigvada with Science Commentary* (In 6 Vols, ১৮৪৯-৭৩), *Essays on Comparative Mythology* (১৮৫৬), *A History of Ancient Sanskrit Literature* (১৮৫৯), *A Sanskrit Grammar* (১৮৬৬), *The Upanishads* (১৮৭৯), *The Origin and Growth of Religion* (১৮৭৮), *India: What Can It teach Us?* (১৮৮৩), *Natural Religion* (১৮৮৯), *The Six System of Hindu Philosophy* (১৮৯০), *Introduction to the Science of Religion* (১৮৯৩) ইত্যাদি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদক, লেখক ও ভাষ্যকার ছিলেন ম্যাক্সমূলার। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ম্যাক্স মূলারের পরিচালনায় প্রকাশ পেতে শুরু করে *Sacred Book of the East* গ্রন্থমালা। এটির মোট ৫০টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল।
- **টিনড্যালের বিজ্ঞানতত্ত্ব:** John Tyndall (১৮২০ - ১৮৯৩) ছিলেন একজন আইরিস পদার্থবিদ। Diamagnetism, Infrared Radiation ও বাতাসের ভৌত উপাদান বিষয়ে তিনি নানা আবিষ্কার করেছিলেন। ১৮৫৯ সালে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার অস্তিত্ব বিষয়ে তিনি পরীক্ষামূলক একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি ১২টিরও বেশি বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা। ১৮৫৩ থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত লন্ডনের Royal Institution of Great Britain অধ্যাপক ছিলেন টিন্ড্যাল।
- **কার্লাইলের গভীর চিন্তা:** Thomas Carlyle (১৭৯৫ - ১৮৮১) একজন স্কটিশ দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ব্যঙ্গরচয়িতা, অনুবাদক ও গণিতজ্ঞ ছিলেন। ১৮৩৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর *The French Revolution: A History* নামক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থটি। তাঁর অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থ গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *On Heroes, Hero Worship and Heroic in History* (১৮৪১), *Past and Present* (১৮৪৩)। *Sartor Resartus* (১৮৩৩-৩৪) নামে একটি উপন্যাস ও স্কটিশ লেখক John Sterling (১৮০৬ - ১৮৪৪)-এর উপর *The Life of John Sterling* (১৮৫১) নামে একটি জীবনীগ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। কার্লাইলের *On Heroes, Hero Worship and Heroic in History* গ্রন্থটির সপ্রশংস উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেছেন তাঁর *বিদ্যাসাগরচরিত* প্রবন্ধে। কার্লাইল রবীন্দ্রনাথের প্রিয় লেখকদের একজন। দ্র. *অধ্যাপক* (এ গল্পের উত্তমপুরুষীয় কথক কার্লাইলকে নিন্দা করে একটি নিঃসার প্রবন্ধ লিখেছিল।)
- **ball:** এটি বিশেষ এক প্রকারের পাশ্চাত্য নৃত্যশৈলী। একজন নারী ও একজন পুরুষ এই নাচে একত্রে অংশগ্রহণ করে। ল্যাটিন শব্দ *ballare* থেকে ball শব্দটি এসেছে। *ballare* শব্দটির অর্থই হল 'to dance'। এ নৃত্যশৈলীর সম্পূর্ণ নাম হল ballroom dance।
- **কন্সর্ট:** Concert is a musical performance given in public, typically by several performers or of several compositions.
- **ব্যানড:** Band। এখানে, সম্ভবত দলসংগীত-ই বোঝাচ্ছে।
- **আফগান যুদ্ধ:** উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে এশিয়ার অধিকার নিয়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোমাপানির সঙ্গে আফগানদের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৮৩৯ সালে। এ যুদ্ধে আফগানরা জয়লাভ করেছিল। মোট দুটি ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ উনিশ শতকে সংঘটিত হয়েছিল। দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ১৮৭৮ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে।
- **Marquis of Lorne:** Marquis of Lorne (১৮৪৫ - ১৯১৪) ছিলেন কানাডার Governor General (কার্যকাল: ১৮৭৮ -১৮৮৩)। ১৮৭১ সালে মারকুইস রাণী ভিক্টোরিয়ার কন্যা, রাজকন্যা Louise-কে বিবাহ করেন। রাজপরিবারের বাইরে লুইসি-র বিবাহ হয়েছিল বলে তখনকার ব্রিটেন এই আলোচনায় সরগরম হয়ে উঠেছিল।
- **Temperance Meeting:** Temperance হল মদ্যপানবর্জন। উনিশ শতকের ইংলণ্ডে মদ্যপানবর্জনের পক্ষে বেশ কিছু জনপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

- **Working Men's Society:** সম্ভবত এই প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল London's Working Men's Association। ১৮৩৬ সালে এটির জন্ম। শ্রমজীবি পুরুষের ভোটাধিকার ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংশোধনের দাবিতে গড়ে ওঠা Chartism (১৮৩৮ – ১৮৫৭)-এর অন্যতম সংগঠক শক্তি ছিল এই প্রতিষ্ঠান। William Lovett, Francis Place এবং Henry Hetherington ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।
- **পুরুষদের মন ভোলানোই মেয়েদের জীবনের একমাত্র ব্রত।:**
- **শেলীর কবিতা:** Percy Bysshe Shelly-র জন্ম ইলংন্ডের ওয়েস্ট সাসেক্সের হরস্যাম-এ, ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে। ১৯ বৎসর বয়স্ক শেলি ষোড়শী Herriet Westbrook-কে বিবাহ করে স্কটল্যান্ডে পালিয়ে যান। পরে শেলি হ্যারিয়েটকে ত্যাগ করেন। বিয়ে করেন Marie Godwin-কে। যিনি পরে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের লেখিকা Marie Shelly নামে খ্যাতনামা হন। মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে একটি নৌকা দুর্ঘটনায় অকালে শেলির মৃত্যু হয়।

  শেলি ছিলেন ইংলণ্ডের রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের একজন পুরোধা। তিনি মূলত প্রবন্ধ নাটক ও কবিতা লিখেছেন। তাঁর বিখ্যাত কবিতা ও কাব্যগ্রন্থগুলি হল: *Hymn to Intellectual Beauty, Ode to the West Wind, To a Skylark, The Cloud, Adonis, Epipsychidion* ইত্যাদি। তাঁর বিখ্যাত একটি গীতিনাট্য হল *The Prometheus Unbound*।
- **...পশুত্বব্যঞ্জক তাদের সেই লাল-লাল মুখ দেখলে কেমন ঘৃণা হয়।:** পরবর্তীকালে কালান্তর-এর অন্তর্ভুক্ত 'ছোটো ও বড়ো' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছোটো ইংরেজ' ও 'বড়ো ইংরেজ'-এর যে ধারণা ব্যক্ত করবেন তার ভূমিকা এই চিঠিতেই মিলছে।
- **...কিন্তু শেলী যে চেঞ্চি (Cenci) ব'লে একখানা নাটক লিখেছেন বা তাঁর Epipsychidion ব'লে যে একটি কবিতা আছে...:** ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে শেলির *Cenci* নামক একটি গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়। এটি পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত একটি ট্র্যাজেডি। এই নাটকটিতে বিধিবহির্ভূত যৌনতা ও পিতৃহত্যার নির্মম কাহিনি ছিল বলে সমসময়ে এটি নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয় নি। শেলির বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে এ নাটক পড়ে না। ১৮২১ সালে প্রকাশিত *Epipsychidion* নামক একটি দীর্ঘ কবিতাবিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থে শেলি তাঁর প্রেম ও সৌন্দর্যের আদর্শকে কাব্যরূপ দিয়েছিলেন।

তৃতীয় পত্র

- **অন্য কোনো জায়গায় লেডিদের সঙ্গে সেকহ্যানড করতে গেলে...:** বিলেত যাত্রার আগেই *ভারতী* পত্রিকার ১২৮৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'ইংরাজদিগের আদব্-কায়দা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ।
- **Quadrille**: fashionable late 18th- and 19th-century dance for four couples in square formation. Imported by English aristocrats in 1815 from elite Parisian ballrooms, it consisted of four, or sometimes five, contredanses;...
- **The lancers:** a variation of the quadrille, became popular in the late 1800s and was still danced in the mid-20th century in folk-dance clubs.
- **Galop**: lively and playful social dance, possibly of Hungarian origin, that was popular as a ballroom dance in 19th-century England and France. Except for accent, it bore similarities to both the polka and the waltz.
- **Polka**, lively courtship dance of Bohemian folk origin. It is characterized by three quick steps and a hop and is danced to music in 2/4 time.
- **আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হয়... তাতে একটা কেমন উল্লাসের ভাব আছে:** "হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে।/ শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস কলাপের মতো করিছে বিকাশ/ আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে।" (রচনাকাল: ১৯০০, রচনাস্থান: শিলাইদহ)

চতুর্থ পত্র

- **কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে Irish memberরা Houseএ অত্যন্ত অপ্রিয়...:** ইওরোপ মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম উপকূল থেকে কিছু দূরে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে একধিক দ্বীপরাষ্ট্র রয়েছে। England, Scotland, Wales, Ireland ও Northern Ireland এই চারটি সাংবিধানিক দ্বীপরাষ্ট্র United Kingdom বা যুক্তরাজ্য বলে খ্যাত। যদিও এর সাংবিধানিক নাম

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland রাজনৈতিকভাবে গ্রেট ব্রিটেন বলতে ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলসকে ও উপকূলবর্তী কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপকে বোঝায়। আয়ারল্যাণ্ড ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড গ্রেট ব্রিটেনের অংশ নয়। সমগ্র যুক্তরাজ্যকে ব্রিটেন নামে ডাকা হয়। সে হিসেবে ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলসের অধিবাসীরা সবাই ব্রিটিশ। আবার ইংলণ্ডের অধিবাসীরা ইংলিশ, ওয়েলসের অধইবাসীরা ওয়েলস, স্কটল্যান্ডের অধিবাসীরা স্কটিশ। বর্তমানে আয়ারল্যাণ্ড একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র।

ইংলণ্ড বিভিন্ন বংশের রাজা-রানী দ্বারা শাসিত হতো। স্কটল্যাণ্ড কয়েকবার স্বাধীনতা হারালেও ১৭০৭ সাল পর্যন্ত কম-বেশি স্কটিশ রাজাদের দ্বারাই শাসিত হয়েছে। অন্যদিকে ওয়েলস বিভিন্ন উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ১২৮২ সাল পর্যন্ত নিজস্ব শাসক দ্বারা শাসিত হয়েছে। ১১৯৮ সাল পর্যন্ত আয়ারল্যাণ্ড রাজ্যটি একক রাজার শাসনে ছিল। পরবর্তীকালে ছোটো-ছোটো আঞ্চলিক রাজার অধীনে ১৫৪১ সাল পর্যন্ত শাসিত হয়েছে।

বরাবরই ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের সবথেকে শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল ইংল্যান্ড। রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের সময় থেকে (১২৭২ – ১৩০৭) ইংল্যাণ্ড প্রবশ শক্তিশালী একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। প্রথম এডওয়ার্ডের সময়েই ওয়েলস ইংলণ্ডের দখলে চলে আসে। ইংরেজরা স্কটল্যাণ্ড দখলের চেষ্টাও চালিয়ে যায় কিন্তু স্কটিশ বীর উইলিয়াম ওয়ালেসের প্রতিরোধ ও পরে রবার্ট ব্রুসের সংঘটিত স্কটিশ বাহিনী ইংরেজদের প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়। ১৫৪১ সালে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস সংঘবদ্ধ হয়ে 'England & Wales' গঠিত হয়। নতুন ব্যবস্থায় ওয়েলসের আর নিজস্ব কোনো সংবিধান থাকলো না।

আয়ারল্যাণ্ডের উপর ইলণ্ডের রাজনৈতিক চাপ বরাবরই ছিল। ১৫৪১ সালে আয়ারল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট 'Crown of Ireland Act 1542' পাশ করতে বাধ্য হয়। নতুন আইনানুযায়ী বলা হয় ইংলণ্ডের রাজা বা রানীই হবেন আয়ারল্যাণ্ডের রাজা বা রানী। রাজা অষ্টম হেনরি ছিলেন প্রথম King of Ireland। যদিও আয়ারল্যাণ্ড স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্যই ছিল। তার নিজস্ব পার্লামেন্ট ব্যবস্থাও যথাপূর্ব বলবৎ ছিল।

১৮০০ সালে রাজা তৃতীয় জর্জের সময় গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে 'Act of Union 1800' পাশ করা হয়। এর ফলে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ড একটি রাজ্যে একীভূত হয়, নাম হয় 'United Kingdom of Great Britain and Ireland'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, ১৯২২ সালে আয়ারল্যাণ্ড গ্রেট ব্রিটেন থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং জন্ম হয় 'Republic of Ireland' নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের।

ইংলণ্ড শক্তিশালী রাজ্য ছিল এবং ইংরেজরা সাধারণত আইরিশদের নিচু নজরে দেখতো। আয়ারল্যাণ্ডকে তারা নিজেদের তুলনায় খাটো বলেই মনে করতো। সংখ্যাগুরু ইংরেজরা সংখ্যালঘু আইরিসদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে দেখতো। পরবর্তীকালে কালান্তরের একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "একদিন ব্রিটিশ পলিটিক্সে স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের বিরোধ কম তীব্র ছিল না। কেননা উভয় জাতির মধ্যে ভাষা ভাব রুচি প্রথা ও ঐতিহাসিক স্মৃতিধারার সত্যকারই পার্থক্য ছিল।

দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ায় দ্বন্দ্ব ক্রমে ঘুচিয়াছে।... আয়র্লণ্ডের সঙ্গে আজ পর্যন্ত ভালো করিয়া জোড় মিলে নাই কেন? অনেকদিন পর্যন্তই আয়র্লণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় অধিকারের সাম্য ছিল না বলিয়া।" ('ছোটো ও বড়ো')

- **Burke, Fox, Chatham, Walpole:** Edmund Burke (১৭২৯ - ১৭৯৭) ছিলেন আইরিশ দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ। আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনে তাঁর জন্ম। ১৮৫০ সালে স্থায়ীভাবে চলে আসেন লণ্ডনে। ১৭৬৬ থেকে ১৭৯৪ সাল পর্যন্ত Whig Party-র পক্ষে পার্লামেন্টের একজন সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন রক্ষণশীল একজন রাজনৈতিক। Charles James Fox (১৭৪৯ - ১৮০৬) ছিলেন Whig Party-র ও পার্লামেন্টের সদস্য। তাঁর রাজনৈতিক জীবন ছিল দীর্ঘ। William Pitt, 1st Earl of Chatham (১৭০৮ - ১৭৭৮) ছিলেন Whig Party-র ও পার্লামেন্টের সদস্য, ১৭৬৬-৬৮ এই তিন বছর তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেছিলেন। Sir Robert Walpole (১৬৭৬ - ১৭৪৫) ছিলেন কার্যত গ্রেট ব্রিটেনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। ১৭২১ থেকে ১৭৪২ অব্দি তিনি এই দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি Whig Party-র সদস্য ও একজন সফল সংগঠকও ছিলেন। তাঁকে ব্রিটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী বলে মনে করা হয়।
- **কাগজে জুলুদের প্রতি ইংরাজ সৈন্যদের অত্যাচারের বিবরণ:** দক্ষিণ-আফ্রিকার কোয়াজুলু নাটাল প্রদেশের একটি জাতি হল জুলু। ১৮৭৮ সালে ব্রিটিশদের সঙ্গে জুলুদের নেতা কেটেগোওয়ার সংঘাত বেঁধে যায় এবং তারই পরিণতিতে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ইসান্ডলোয়ানার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ইংরেজরা পরাজিত হয়। এই বছর জুলাই মাসে আর একটি যুদ্ধ হয় যা উলুণ্ডির যুদ্ধ নামে খ্যাত। এ যুদ্ধে জুলুরা পরাজিত হয়। ফলস্বরূপ জুলুদের উপর ইংরেজরা কঠোর দমন-পীড়ন চালাতে থাকে।
- **ডিসরেলীর পদচ্যুতির পর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী...:** Benjamin Disraeli, 1st Earl of Beaconsfield (১৮০৪ - ১৮৮১) ছিলেন Conservative Party-র (বা tori party) সদস্য এবং তিনি দুবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৮৬৮ সালে (ফেব্রুয়ারি - ডিসেম্বর) ও ১৮৭৪ – ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ। গ্ল্যাডস্টোন ছিলেন Liberal Party-র সদস্য। অর্থাৎ এইসময় গল্যাডস্টোন ছিলেন শাসক বিরোধী দলে।
- **আমার স্বভাবতই আইরিস মেম্বরদের প্রতি টান...:** স্বাধীনতাকামী আইরিসরা বারবার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশরা চিরকালই আইরিসদের প্রতি শোষকের ভূমিকাই পালন করে এসেছে। বিজিত এই জাতির প্রতি আর এক বিজিত জাতির প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত খুবই স্বাভাবিক।

  ইংরেজ ও আইরিসদের মধ্যকার এই শীতল সংঘাতের অভিজ্ঞতাই ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গিটি তৈরি করে তুলেছিল।
- **ইনডিয়া-কৌনসিলে যদি এক দল ভারতবর্ষীয় মেম্বর থাকে...:** ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনে তৈরি করা হয় Council of India নামে একটি পরিষদ যে পরিষদের সদস্যরা ভারতশাসন বিষয়ে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ পদাধিকারী গভর্নর জেনারেলকে পরামর্শ দেওয়ার অধিকারী ছিলেন। ১৮৫৮ সালে এই কাউন্সিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে যায় এবং এর মূল শাখাটি লণ্ডনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতেও এরকম একটি পরিষদ স্থাপন করা হয়। তার নাম হয় Council of Governor General in India। বলা বাহুল্য দ্বিতীয় সংস্থাটি প্রথম সংস্থার তুলনায় কম ক্ষমতার অধিকারী ছিল।

পঞ্চম পত্র

- **Oberon ফিরবে, সে তোমাদের প্রতি লোকের চোখে এমন একটি মায়ারস নিংড়ে দেবে যে, আমাকে যদি গর্দভ মুখোষিত 'Bottom'-এর মতোও দেখতে হয়, তবু তোমরা মুগ্ধ হয়ে যাবে:** শেকসপিয়ারের A Midsummers Night's Dream নাটকের দুটি চরিত্রের একটি ওবেরন ও অন্যটি নিক বটম। পরিরানি টাইটানিয়ার সঙ্গে পরিরাজ ওবেরনের দাম্পত্যকলহের কারণ একটি সুন্দর শিশু। ভারতবর্ষের এক রাজার কাছ থেকে একটি সুন্দর শিশুকে অপহরণ করে এনেছিলেন টাইটানিয়া। রাজা ওবেরন চান ঐ শিশুটিকে তাঁর খাস চাকর করে রাখতে। পছন্দের শিশুটিকে টাইটানিয়া দিতে চান না। এই নিয়ে ঝগড়া যখন তুঙ্গে তখন ক্রুদ্ধ ওবেরন ঠিক করলেন যে রানিকে উচিত শিক্ষা দেবেন। তাঁর এক অনুগত বালক পরির সাহায্যে তিনি সংগ্রহ করলেন একটি বিশেষ নীল রঙের ফুল। যে ফুলের রস রানির চোখে মাখিয়ে দিলে রানি সামনে যাকে দেখতে পাবেন তারই প্রেমে পড়ে যাবেন। রানি ঘুমিয়ে আছেন জ্যোৎস্নালোকিত নদীপার্শ্ববর্তী বাগানে। ঘটনাচক্রে

সেখানে উপস্থিত হল নিক বটম, যে পেশায় একজন তাঁতি ও শখের অভিনেতা। নিক বটমকে দেখে ওবেরনের অনুগত ঐ বালক পরিটির ইচ্ছে হল একটু মজা করবার। জাদুবলে সে বটমের মাথায় বসিয়ে দিল এক গাধার মুখোশ। রানি ঘুম থেকে উঠে ঐ ফুলের রসের মায়াপ্রভাবে 'গর্দভমুখোষিত' বটমের প্রেমে পড়লেন ও তার প্রতি প্রেম নিবেদন করতে লাগলেন। কাহিনির শেষে অবশ্য টাইটানিয়া আর ওবেরনের দাম্পত্যকলহের অবসান হয়, এবং অন্যান্য ঘটনার সুখদ পরিসমাপ্তি ঘটে।

- **এখানকার সমাজের স্ফটিকশালায় প্রবেশ করে...অপ্রস্তুত হতে হয় নি।:** মহাভারতের উল্লিখন। পাণ্ডবদের জন্য ময় দানব নির্মাণ করলেন এক সুন্দর পুরী। তার নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। "ময় দানব সেখানে এক অতুলনীয় সরোবর রচনা করলেন, তার সোপান স্ফটিকনির্মিত, জল অতি নির্মল, বিবিধ মণিরত্নে সমাকীর্ণ এবং স্বর্ণময় পদ্ম, মৎস্য ও কূর্ম্মে শোভিত। যে রাজারা দেখতে এলেন তাঁদের কেউ কেউ সরোবর বলে বুঝতে না পেরে জলে পড়ে গেলেন।" (রাজশেখর বসুর সারানুবাদ)
- **ভদ্র ইংরাজ :** রবীন্দ্রনাথের বড়ো ইংরাজের ধারণা। দ্র. 'ছোটো ও বড়ো', *কালান্তর* : "বড়ো ইংরেজ অব্যবহিতভাবে ভারতবর্ষকে স্পর্শ করে না— সে মাঝখানে রাখিয়াছে ছোটো ইংরেজকে। এইজন্য বড়ো ইংরেজ আমাদের কাছে সাহিত্য-ইতিহাসের ইংরেজি পুঁথিতে।...একথা বিশ্বাস করিতে যতই বাধা থাক, তবু আমাদের দেশের লোকের ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে বড়ো ইংরেজ বলিয়া একটা বড়ো জাতি সত্যই ভূগোলের এক জায়গায় আছে।"
- **হযতো সে চাবুক কেবলমাত্র ঘোড়ার জন্যই ব্যবহার হয় না:** প্রসঙ্গত উল্লেখ্য *নীলদর্পণ* নাটকের নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচার।
- **S. K. Nandi Esqr.:** Esqr. হল Esquire শব্দের সংক্ষেপণ। এটি উনিশ শতকে আইন ব্যবসায়ীদের নাম-পদবীর পর ব্যবহার করবার রীতি ছিল। যদিও এর ঐতিহাসিক উৎস ভিন্ন। "a young nobleman who, in training for knighthood, acted as an attendant to a knight"।
- **জনবুল:** John Bull শব্দের অর্থ (১) A Personification of England or the English People (২) A Typical Englishman। প্রথম চিঠিতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ব্যঙ্গে। এখানে আভিধানিক অর্থে। এই শব্দটির উৎস সম্পর্কে কলিনস অভিধানে লেখা হয়েছে: 'name of a character intended to be representative of the English nation in The History of John Bull (1712) by John Arbuthnot'
- **স্মেলিং সল্ট:** স্মেলিং সল্ট এক ধরনের বিশেষ গন্ধযুক্ত লবণ যা মাথাধরার ওষুধ রূপে ব্যবহৃত হয়, চেতনা ফেরানোর জন্যও এর ব্যবহার হয়।
- **রাই:** একপ্রকারের ঘাস-জাতীয় খাদ্যশস্য। এটি গম বা যবের সমগোত্রীয়।
- **Nautch girl:** A professional dancing girl in India.
- **বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্যগৌড়ে:** এটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। 'ছন্দের প্রকৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ এই কবিতাটির উল্লেখ করেছেন। কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল *ভারতী* পত্রিকায় ১২৮৬ সালের আশ্বিন সংখ্যায়।